সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ

হগয় ১ অধ্যায় ১২-১৫ পদ

নতুন বৎসরের শুরুতে আমরা হগয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে পুনরায় শুরু করার বিষয় শিখছি। এই শিক্ষায় আজ আমাদের তৃতীয় সপ্তাহ। বিগত দুই সপ্তাহে আমরা দেখেছি, প্রথমে উত্তরের রাজ্য, তথা ইস্রায়েল অসরীয়দের দ্বারা পরাজিত, পর্যদস্ত ও অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে; ফলস্বরুপ, তারা "**ইস্রায়েলের হারানো ১০ বংশ**" নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্য তথা যিহুদার লোকেরাও একইভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও পাপের জীবনের ফলস্বরুপ ঈশ্বরের বিচার ভোগ করেছে, যখন ব্যাবিলনীয়রা এসে তাদের পরাজিত করে ও জেরুশালেম মন্দির ধ্বংস করে ও তাদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায় (৬০৬ খীস্টপূর্বাব্দ)। ব্যবিলনে ৭০ বৎসর সেই বন্দিদশা ভোগ করার পর, ঈশ্বর আবার ব্যাবিলনীয়দের শাস্তি দিতে পারস্য সাম্রাজ্যকে তোলেন, যাদের রাজা কোরস তার রাজত্বের সমস্ত বন্দিদের নিজের দেশে ফিরে যাবার আদেশ ঘোষণা করেন (২বংশা ৩৬:১৫-২৩; ইষ্রা ১:১-৪)। ফলস্বরূপ, ৩ ধাপে ইস্রায়েলীয়রা যিহুদিয়াতে ফিরে যায়। ৫৩৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে, প্রথম দলে প্রায় ৫০,০০০ ইস্রায়েলীয় নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে সরুব্বাবিলের নেতৃত্বে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গের বেদি পুনরায় নির্মাণ করে ও বলিদান শুরু করে। ২ বৎসরের মধ্যে তারা সেই মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের কাজও শেষ করে। কিন্তু তারপর তারা যখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তারা মন্দির নির্মাণের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে ও এই কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয়। নিজেদের দেশে ফিরে এসে এইভাবে ১৬ বৎসর কেটে যায় (৫২০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। ঈশ্বর তখন তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা দিতে ঈষ্রাকে প্রেরণ করেন; জেরুশালেম নগরের প্রাচীর নির্মাণ করতে নহিমিয়কে প্রেরণ করেন; এবং জেরুশালেম মন্দির নির্মাণের কাজে উৎসাহ যোগাতে হগয় ও সখরিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করেন।

হগয় ভাববাদী তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে মাত্র ৫ মাসের সময়ের মধ্যে ৪বার ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে উপস্থিত করেন। এই ভাববাদী পুস্তকে যে সমস্ত তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিকে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করে নির্দেশ করা সম্ভব:

১:১ দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের ৬ষ্ঠ মাসের ১ দিন ২৯ আগষ্ট ৫২০ খ্রী. পূ
১:১৫ দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের ৬ষ্ঠ মাসের ২৪ দিন ২১ সেপ্টেবর ৫২০ খ্রী. পূ
২:১ দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের ৭ম মাসের ২১ দিন ১৭ অক্টোবর ৫২০ খ্রী. পূ
২:১০ দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের ৯ম মাসের ২৪ দিন ১৮ ডিসেম্বর ৫২০ খ্রী. পূ
২:১৮ দারিয়াবস রাজার ২য় বৎসরের ৯ম মাসের ২৪ দিন ১৮ ডিসেম্বর ৫২০ খ্রী. পূ

হগয় ভাববাদী বিশ্বস্তভাবে তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত করেন। তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন, কারণ তারা বলছিল যে সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময় উপস্থিত হয়নি (২ পদ)। তিনি তাদেরকে আরও বলেন, (১) তারা যেন সময় নষ্ট না করে মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করে (২-৩ পদ), ও (২) তারা যেন নিজেদের আনন্দকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে তাদের জীবনে প্রথম স্থান দেয় (৪ পদ)। হগয় ভাববাদী তাঁর প্রথম প্রচারে তাদের আরও বলেন, (১) তারা যেন নিজেদের পথ আলোচনা করে (৫ পদ); (২) তারা যেন তাদের পরিস্থিতি দেখে ও তা থেকে শেখে (৬-৭, ৯-১১ পদ); এবং (৩) তারা যেন পর্বতে উঠে যায়, কাঠ আনে ও সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণ করে (৮ পদ)।

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে আমরা হগয় ভাববাদীর সেই প্রাসঙ্গিকতাপূর্ণ, যথেষ্ট উৎসাহজনক কিন্তু যা সাদরে গৃহিত হয় না, এমন প্রচার শুনে ইহুদিরা কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, তা দেখতে চলেছি। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যা দেখতে আশা করেছিল কিন্তু তাদের বেশিরভাগ যা কখনও দেখতে পাইনি, আমরা হগয় ভাববাদীর প্রচারের পরিণাম দেখতে পাচ্ছি: হগয় ভাববাদীর প্রচারের মাত্র ২৩ দিনের মধ্যে লোকেরা সদাপ্রভুর বাক্যের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করেছে। আজও একইভাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেক প্রচারক এই আশা করে থাকেন, তারা যখন ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন, লোকেরা যেন তাদের প্রচারিত সেই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়। আজ আপনি কী করতে চলেছেন?

ক। তাদের ইতিবাচক সাড়া

৮ পদে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে তাদের করণীয় দায়িত্বকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বর্ণনা করেছিলেন, *"পর্বতে উঠি গিয়ে কাঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হব, এবং গৌরবান্বিত হব।"* ঈশ্বরের সেই আদেশের প্রতি ইহুদিদের প্রতিক্রিয়াকে ১২ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, *"তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত হগয় ভাববাদীর সকল বাক্যে মনোযোগ করলেন।"* যশাইয় ৫৫:১১ পদে বলা হয়েছে যে, সদাপ্রভুর মুখ নির্গত বাক্য নিষ্ফল হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসবে না। সেই বাক্যের তাৎক্ষণিক পূর্ণতা আমরা এখানে হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে প্রচারিত সদাপ্রভুর বাক্যর প্রতি ঘটতে দেখছি। সমস্ত নেতা ও সাধারণ মানুষ সর্বসম্মতভাবে মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করতে সিদ্ধান্ত নিল।

"সদাপ্রভুর রবে, . . . হগয় ভাববাদীর সকল বাক্যে মনোযোগ করলেন" কথার অর্থ সেই রব বা বাক্যের প্রতি বাধ্যতার আচরণ। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ইহুদিদের আচরণে এই পরিবর্তন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ব্যবিলনের বন্দিদশার পূর্বে আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তাদের আচরণকে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এমন কথা বলা হয়েছে: *"তাদের যে পিতৃপুরুষেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করত না, তাদের গ্রীবার ন্যায় আপন আপন গ্রীবা শক্ত করত"* (২রাজা ১৭:১৪; আরও ৭-২৩ পদ)। সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে তাদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।

কেবল তা-ই নয়, হগয় ভাববাদী তাদের কাছে মাসের ১ম দিনে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিলেন (১:১ পদ), আর তারা সেই প্রচার শুনে মাত্র ২৩ দিনের মধ্যে (মাসের ২৪তম দিনে, ১:১৫ পদ) মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল। এই ২৩ দিনে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কথা চিন্তা করলে, তাদের এই বাধ্যতাকে আমরা তৎক্ষণিক বাধ্যতা বলতে বাধ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিলম্বিত বাধ্যতা শেষ পর্যন্ত অবাধ্যতাই বটে। তাই, আমরা যদি পরিবর্তিত হতে চাই, তাহলে সেই কাজ আমরা ফেলে রাখব না, তা আমাদের এখনই শুরু করতে হবে। উত্তম ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কোনও মূল্য নেই, যদি না তা বাস্তবে রূপায়িত হয়। আপনার জীবনে এমন কিছু আছে কি, যা আপনি জানেন যে ঈশ্বর আপনাকে করতে বলছেন, কিন্তু তা আপনি এখনও করছেন না? আর ফেলে রাখবেন না, এখনই শুরু করুন। একজন এমন কথা বলেছেন, *"ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের কেবল একটি দিনই আছে, আর তা গতকাল নয়, কারণ তা আর ফিরে আসবে না; তা আগামীকালও নয়, কারণ তা আসবে কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।"* সেই কাজ করার জন্য আমাদের কেবল আজ দেওয়া হয়েছে, *"আজ যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন কোরো না . . ."* (ইব্রীয় ৩:৭-৮)।

আরও একটি বিষয় এখানে আমাদের চোখে পড়ে। ২ পদে ঈশ্বরের প্রজাদের *"এই লোকেরা"* বলা হয়েছিল; কিন্তু এখানে তাদের *"অবশিষ্টাংশ"* বলা হয়েছে। সমস্ত ভাববাদী পুস্তকে এই কথার অর্থ, ঈশ্বরের বিচারের ফলস্বরূপ যে দুর্দশা তাদের উপরে নেমে এসেছিল, তাকে অতিক্রম করে যারা রক্ষা পেয়েছে। এই কথার দ্বারা কেবল বন্দিদশা থেকে যারা ফিরে এসেছে কিংবা যারা সেখানে অবশিষ্ট ছিল, তাদের নির্দেশ করা নয়; কিন্তু তাদের সবাইকে নির্দেশ করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের বাক্যে অবধান করে ঈশ্বরের নিজের প্রজা হিসাবে, চুক্তির প্রজা হিসাবে নিজেদের তুলে ধরেছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যখন তাদের *"এই লোকেরা"* বলা হয়েছে, তখন তার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে দূরত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু যখন *"অবশিষ্টাংশ"* বলা হয়েছে, তখন তার অর্থ, তাদের পরিত্যাগ করা হয়নি, কিন্তু শাস্তিদানের মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

১২ পদে শেষাংশে আরও বলা হয়েছে, *"লোকেরাও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভীত হল।"* এখানে ভয় পাবার অর্থ গভীরভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়, কিন্তু এখানে এর অর্থ আতঙ্কিত হওয়া বা শঙ্কিত হওয়া। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, সদাপ্রভুর রবে ও বাক্যে মনোযোগ করার ফলস্বরূপ, তারা তাদের নিজেদের পাপ-অপরাধ এবং শাস্তির সঠিকতা স্বীকার করেছে। নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করেছে যে তাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের বিচারের শাস্তি হিসাবে তারা অনাবৃষ্টি ভোগ করেছে। এখন তারা যে ক্রমশ ঈশ্বরের সেই ক্রোধ ও বিচারের পাত্র, এই সত্য উপলব্ধি তাদের আতঙ্কিত ও শঙ্কিত করেছে। একই ধরণের কথা আমরা যিশাইয় ৬৬:২ পদে পাই, যেখানে এমন কথা বলা হয়েছে, *"কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান, তার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করব।"* কিংবা গীত ২:১১ পদে বলা হয়েছে, *"তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর, সকম্পে উল্লাস কর।"*

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, হগয় যখন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আপোষহীনভাবে দৃঢ়তায় ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছে, তখন লোকেরা সেই বাক্যের প্রভুর কাছে ফিরে এসেছে। নতুন নিয়মেও একই ঘটনা ঘটেছে, প্রেরিতরা যখন সাহসপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছে, *"তখন যিহুদিয়া, গালীল ও সমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করতে ও গ্রথিত হতে লাগল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলতে চলতে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল"* (প্রেরিত ৯:৩১)। ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র ভয় তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্য করে, আমরা যদি তাঁকে ভয় না করি, আমরা কখনও তাঁর সেবা করব না।

খ। তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

এইভাবে তারা যখন ভয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে ও তাঁর বাধ্য হয়েছে, তখন ১৩ পদে ঈশ্বর তাদের কাছে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, *"আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"* ইহুদিরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনেছে ও ঈশ্বরকে ভয় করেছে, তখন তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে তাঁর প্রজাদের প্রতি তাঁর করুণাপূর্ণ পরিচালনার উপস্থিতির আশ্বাস দিতে দেখতে পাই: তাঁর প্রতিজ্ঞার বাণীতে (আমোষ ৫:১৪); থিওফ্যানী (আদি ২৮:১৫; বিচার ৬:১২); ভাববাদীদের আহ্বানে (যাত্রা ৩:১২; যিরমিয় ১:৮, ১৯)। দায়ূদ যখন নাথন ভাববাদীর কাছে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তখন নাথন ভাববাদী তাকে বলেছিলেন, *"ভালো, যা কিছু আপনার মনে আছে, তা-ই করুন; কারণ সদাপ্রভু আপনার সহবর্তী"* (২শমূয়েল ৭:৩)। আবার যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; ব্যাকুল হয়ো না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিব; আমি তোমার সাহায্য করব; আমি আপন দর্মশীলতার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরে থাকব"* (যিশাইয় ৪:১০)। আবার যীশু নিজে স্বর্গারোহণের পূর্বে তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, *"আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"* (মথি ২৮:২০)।

ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উপস্থিতি, সাহায্য ও আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা হল সমস্ত ইস্রায়েলের সান্ত্বনার ভিত্তি। এই সান্ত্বনাই তাদের দুঃশ্চিন্তাকে জয় করতে ও মন্দির নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করতে সক্ষম করবে। এই পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যালভিন এমন কথা বলেছেন, *"তারা যদিও সকলে ঈশ্বরের অদেশের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছিল, তথাপি একটি নতুন প্রতিজ্ঞার দ্বারা শক্তি অর্জন করা তাদের প্রয়োজন ছিল: কারণ ব্যাপক হারে তাদের উৎসাহিত করতে ও তাদের অনীহাকে সংশোধিত করতে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও সাহায্যের প্রতিজ্ঞাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপায়।"*

গ। কেবল তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা নয়, ঈশ্বর তাদের আত্মাকেও জাগরিত করলেন

১৪ পদে বলা হয়েছে, *"পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহুদার অধ্যক্ষের আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তেজিত করলেন; তারা এসে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে কাজ করতে লাগলেন।"* মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করার বিষয় তাদের মধ্যে যে উদাসীনতা বা অনীহা কাজ করছিল, তা কাটিয়ে উঠে, তারা নতুন শক্তিতে সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানে তাদের আত্মাকে 'উত্তেজিত" করার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সখরিয় ৪:১ *("আমাকে নিদ্রা থেকে জাগরিত মানুষের ন্যায় জাগাইলেন")*, ২বিবরণ ৩২:১১ *("ঈগল যেমন আপন বাসা জাগাইয়া তোলে")*, যিশাইয় ৪১:২ *("কে পূর্বদিক থেকে এক জনকে উত্তেজিত করল?)* পদে ব্যবহার করা হয়েছে। এই একই শব্দ আবার পরজাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে: যিরমিয় ৫১:১১ *("সদাপ্রভু মাদীয় রাজগণের মন উত্তেজিত করেছেন")*, ১বংশা ৫:২৬ *("তাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর অশূর-রাজ পূলের মন . . . উত্তেজিত করলেন")*, ২বংশা ২১:১৬ *("পরে সদাপ্রভু যিহোরামের বিরুদ্ধে পলেষ্টীয়দের মন ও কূশীয়দের নিকটস্থ আরবীয়দের মন উত্তেজিত করলেন")*, ইষ্রা ১:১ *("সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন")*। এই সমস্ত স্থানে তাদের "আত্মাকে উত্তেজিত/জাগরিত করার" অর্থ "ঘুমিয়ে আছে এমন ব্যক্তিকে জাগরিত করা, যেন সে কাজ করার জন্য হুঁশিয়ার ও প্রস্তুত হয়।" একইভাবে ঈশ্বর এখানে লোকদের অধ্যক্ষ সরুব্বাবিল ও লোকদের মহাযাজক যিহোশূয়ের আত্মাকে উত্তেজিত করেছেন। কিন্তু কেবল অধ্যক্ষ এবং মহাযাজক নয়, সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকেও ঈশ্বর একইভাবে উত্তেজিত করেছেন, তারাও এই কাজে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চলেছে।

এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুশালেম মন্দির পুনরায় নির্মাণ করার কাজে ঈশ্বর তাদের আত্মাকে বারংবার জাগরিত করেছিলেন। ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে প্রথম ধাপে তারা যখন তাদের নিজের দেশে ফিরে এসেছিল,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তখনও ঈশ্বর তাদের মধ্যে এই কাজ করেছিলেন। ইষ্রা ১:৫ পদে বলা হয়েছিল, *"তখন যিহূদার ও বিন্যামীনের পিতৃকুলপতিরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়রা, এমনকী, ঈশ্বরের যে লোকদের মনে সদাপ্রভুর জেরুশালেমস্থ গৃহ নির্মাণার্থে যাত্রা করতে প্রবৃত্তি দিলেন, সেই সকলে উঠিল।"* এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর যখন তাঁর কোনও কাজ করতে আমাদের প্রবৃত্তি দেন, তখন সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই প্রেরণাকে সরিয়ে নেন না। এর থেকে আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, সেই সময় নেতা ও সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি যে ইতিবাচক আচরণ দেখিয়েছিল, তার পিছনে প্রভু নীরবে কাজ করছিলেন, তিনিই তাঁর আত্মা দ্বারা মন্দির নির্মাণের জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহী মনোভাব তৈরী করেছিলেন। তাই, সখরিয় ৪:৬ পদে বলা হয়েছে, *"এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"*

ফিলিপীয় ২:১২-১৩ পদে ফিলিপীয় বিশ্বাসীদের প্রতি প্রেরিত পৌল বলেছে, *"তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হয়ে আসছ, তেমনই আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী।"* এর অর্থ, ঈশ্বর যখন কোনও কাজে আমাদের অনুপ্রেরণা দেন, তখন তিনি সেই কাজে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েরও যোগান দিয়ে থাকেন। ঈশ্বরের কাজ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করে। তিনিই শক্তি যুগিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর উত্তম ইচ্ছা ও গৌরবের কারণেই তা করে থাকেন।

এইভাবে ঈশ্বর যখন তাদের আত্মাকে উত্তেজিত/জাগরিত করলেন, ***তখন তারা এসে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে কাজ করতে লাগল***। যারা কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এমন কথা বলছিল, *"সদাপ্রভুর গৃহ নির্মাণের সময় উপস্থিত হয়নি,"* তারা (১) হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, (২) ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিজ্ঞা শুনে ও (৩) ঈশ্বরের দ্বারা আত্মায় জাগরিত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করল। তারা কেবল মনে মনে বলেনি যে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের সময় উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তারা সেই কাজ করতে তাদের হাত লাগিয়েছে। তাদের চিন্তা, মনোভাব ও কাজে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এমন অনেক সময় আছে, যখন আমরা ঈশ্বরের দ্বারা কোনও কাজে অনুপ্রেরণা লাভ করেও হাত গুটিয়ে বসে থাকি। আবার, এমন অনেক সময়ও আছে, যখন আমরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাকে উপেক্ষা করে কেবল নিজেদের শক্তিতে পরিচর্যা সম্পন্ন করতে চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর যখন আমাদের জাগরিত করেন, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজ করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর আত্মা দ্বারা কাজ করে থাকেন, তাঁর সন্তান আমরা সেই কাজে আমাদের দায়িত্ব পালন করে থাকি।

একথা সত্য যে ইহুদিদের অবাধ্যতা তাদেরকে ঈশ্বরের বিচারের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করেছিল (৬-৭, ৯-১১ পদ)। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা যদি ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করে, তাহলে তারা সমৃদ্ধির পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে; যা অন্যান্য ধর্মে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে (তুমি আমার ভালো কর, তাহলে আমিও তোমার ভালো করব)। মানুষ আমরা কখনও এই বিশ্বভূমণ্ডলের ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের প্রতি তাঁর সুনজর ক্রয় করতে পারি না। পরিবর্তে, এখানে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মধ্যে ফিরে আসতে ও তাদের মধ্যে বাস করতে চাইছেন। তাঁর সেই আবাসের প্রতীক হল এই মন্দির; আর তাই ইহুদিরা যদি সেই মন্দির নির্মাণ করে, তবে তার দ্বারা প্রকাশ পাবে যে, তারাও ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছে। সেই মন্দির হল ঈশ্বরের প্রতি তাদের হৃদয়ের অনুরাগের নবীকরণের চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক।

আসুন, আমরা তাঁর বাক্যে মনোযোগ দিই, তাঁর বাধ্য হই; তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভয় প্রদর্শন করি; তাঁর কাছে নিজেদের নত-নম্র করি; তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করি। আসুন, আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা মাণ্ডলিক জীবনে প্রভু আমাদের কী করতে বলছেন, তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। আর তা উপলব্ধি করতে হলে, প্রথমে আমাদের তাঁর বাক্য পড়তে হবে, শুনতে হবে ও অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ এই সময় তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাই আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে থাকেন। সেই বাক্যের সত্য উপলব্ধি যখন আমাদের পরিবর্তিত হতে বলে, তখন আসুন কোনও অজুহাত না দেখিয়ে সত্ত্বর তা পালন করি, বাক্যের বাধ্য হই। আবার, তাঁর বাক্য ও আত্মার মাধ্যমে যখন তিনি তাঁর সাহায্যের প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আর সময় নষ্ট না করে, আসুন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে চান, আসুন আমরা আমাদের জীবনের দ্বারা তাঁর আরও কাছে আসি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com